১৯ জুলাই — পেন্টেকস্টের পর ৮ম রবিবার

ঈশ্বরের আত্মায় প্রজ্ঞার সাথে জীবনযাপন

Living Wisely in God's Spirit

পবিত্র শাস্ত্রপাঠ: সখরিয় ৪:১-৯ | গীতসংহিতা ৩৫:১৮-২৮ | প্রেরিত ১৯:১-৭ | লূক ১১:৫-১৩

মূল পদ: "তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদিগের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দান দিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চিত যে, স্বর্গস্থ পিতা যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন!" — লূক ১১:১৩।

সূচনা

জ্ঞানের পরিমাপ প্রায়শই জগতের জ্ঞান এবং সাফল্যের দ্বারা করা হয়, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে প্রজ্ঞার পরিমাপ করা হয় পবিত্র আত্মার ওপর নির্ভরশীলতার দ্বারা। সত্যিকারের জ্ঞানী তারাই যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুধাবন করে, তাঁর আত্মায় চলে এবং বিশ্বস্ততা ও প্রেমে কাজ করে। আজকের পবিত্র শাস্ত্রাংশ আমাদের মানব শক্তি বা যুক্তির দ্বারা নয়, বরং পবিত্র আত্মার উপস্থিতি, শক্তি এবং প্রতিজ্ঞার দ্বারা প্রজ্ঞার সাথে বেঁচে থাকার অর্থ কী তা বিবেচনা করতে আমন্ত্রণ জানায়। মানুষের প্রচেষ্টা, অহংকার এবং ভয়ে চালিত এই পৃথিবীতে, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের একটি আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করার আহ্বান জানায় — যা নম্র নির্ভরশীলতা, আধ্যাত্মিক ক্ষুধা এবং ঐশ্বরিক নির্দেশনার জীবন। আসুন আমরা নির্ধারিত পাঠের ওপর ভিত্তি করে চারটি চিন্তার মাধ্যমে আজকের বিষয়টি অন্বেষণ করি।

১. অধ্যবসায়ী প্রার্থনার প্রজ্ঞা (লূক ১১:৫-১৩)

"যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদিগের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।" — লূক ১১:৯। যীশু মাঝরাতের বন্ধুর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অধ্যবসায়ী, বিশ্বাসী প্রার্থনার শক্তি শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষাটি স্পষ্ট: ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করতে অনিচ্ছুক নন। বিপরীতে, তিনি আমাদের যা প্রয়োজন তা দিতে ব্যাকুল — বিশেষ করে পবিত্র আত্মার দান। যারা চায়, তারা পায়। যারা খোঁজে, তারা পায়। প্রজ্ঞার সাথে বেঁচে থাকা এই ভঙ্গির মাধ্যমেই শুরু হয়: প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের ওপর নম্র, অধ্যবসায়ী নির্ভরশীলতা। ঈশ্বরের রাজ্যে সবচেয়ে শক্তিশালীরা সফল হয় না, বরং যারা বিশ্বাসের সাথে চাইতে থাকে এবং দ্বারে আঘাত করতে থাকে তারাই সফল হয়।

কোরি তেন বুম একবার বলেছিলেন, "Is prayer your steering wheel or your spare tire?" প্রজ্ঞার সাথে বেঁচে থাকার অর্থ হলো প্রার্থনা আমাদের শেষ উপায় নয় — এটি আমাদের জীবনধারা। একজন প্রেমময় পিতার কাছে সন্তানের চাওয়ার মতো, আমাদের সাহসের সাথে প্রার্থনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, এই বিশ্বাসে যে আমাদের পিতা কেবল যা ভালো তা-ই দেন। কীভাবে আমরা নিজেদের শক্তিতে লড়াই করি, পবিত্র আত্মার কাছে সাহায্য চাইতে ভুলে যাই? যীশু আমাদের মনে করিয়ে দেন: আপনার পিতা আপনাকে তাঁর আত্মা দিতে আনন্দ পান। আমরা যে সবচেয়ে বড় বোকামি করতে পারি তা হলো ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া এই জীবন যাপনের চেষ্টা করা।

২. ঐশ্বরিক ক্ষমতায়নের প্রজ্ঞা (সখরিয় ৪:১-৯)

"পরাক্রম দ্বারা নয়, শক্তি দ্বারা নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারাই; ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।" — সখরিয় ৪:৬। সখরিয়ের দর্শনে, ভাববাদী একটি সোনার দীপবৃক্ষ এবং দুটি জিতবৃক্ষ দেখতে পান, যা তাঁর লোকেদের জন্য ঈশ্বরের নিরন্তর জোগান এবং আলোর প্রতীক। মন্দির পুনর্নির্মাণকারী দেশাধ্যক্ষ সলোবাবেলকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে সামনের কাজটি সামরিক শক্তি বা মানুষের বল দ্বারা সম্পন্ন হবে না — বরং ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা হবে। এটি শাস্ত্রের অন্যতম শক্তিশালী ঘোষণা: আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা মানুষের ক্ষমতায় নয়, বরং ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং প্রতিজ্ঞার মধ্যে নিহিত। When we rely on ourselves, we burn out. যখন আমরা আত্মার ওপর ভরসা করি, আমরা আমাদের স্বাভাবিক সীমার বাইরে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হই।

সমগ্র ভারতের মিশন ক্ষেত্রগুলোতে, সাধারণ পুরুষ ও মহিলাদের ছোট ছোট দল — প্রায়শই উচ্চ শিক্ষা বা প্রচুর অর্থ ছাড়াই — মণ্ডলী স্থাপন করছে, গ্রামগুলোকে রূপান্তরিত করছে এবং পরিবারগুলোকে শিষ্যত্ব প্রদান করছে। তাদের রহস্য কী? প্রার্থনা, বাধ্যতা এবং আত্মার শক্তি। এটি কোনো মানব কৌশল নয় — এটি ঐশ্বরিক শক্তি। সলোবাবেল বিরোধিতা, ভয় এবং হতাশার মুখোমুখি হচ্ছিলেন। কিন্তু আত্মা তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন: মহৎ পর্বত সমভূমি হয়ে যাবে। আমরা যখন প্রজ্ঞার সাথে চলি, তখন আমরা আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিতে চলি না, বরং এই আত্মবিশ্বাসে চলি যে পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে যে কাজ শুরু করেছেন তা তিনিই শেষ করবেন।

৩. ঈশ্বরভক্ত সাক্ষ্যের প্রজ্ঞা (গীতসংহিতা ৩৫:১৮-২৮)

"আমি মহাসভায় তোমার স্তব করিব, বহু লোকের মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব।" — গীতসংহিতা ৩৫:১৮। গীতসংহিতা ৩৫ হলো ন্যায়ের জন্য এক আকুল আর্তনাদ, যা বেদনা এবং অনুনয়ে পূর্ণ। দায়ূদের সাথে মিথ্যা অভিযোগে অন্যায় আচরণ করা হয়েছিল, তবুও তিনি আরাধনা এবং বিশ্বাসের পথ বেছে নেন। প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে, তিনি তাঁর বিষয়টি ঈশ্বরের সামনে রাখেন এবং ঘোষণা করেন, "যাহারা আমার ধার্মিকতায় প্রীত, তাহারা উল্লাস করুক।" ঈশ্বরের আত্মায় প্রজ্ঞার সাথে বেঁচে থাকার অর্থ হলো আমাদের লড়াইগুলো প্রভুর হাতে সমর্পণ করতে শেখা এবং তিক্ততার পরিবর্তে প্রশংসা দিয়ে সাড়া দেওয়া। এর অর্থ হলো যখন ন্যায়বিচার বিলম্বিত বলে মনে হয়, তখনও ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দেওয়া।

একটি সরকারি স্কুলের একজন খ্রিস্টান শিক্ষিকাকে ধর্মীয় বৈষম্যের কারণে অন্যায়ভাবে বদলি করা হয়েছিল। প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁর দায়িত্বে বিশ্বস্ত ছিলেন। এক বছর পর, তাঁর সততা এবং সাক্ষ্যের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে জনসমক্ষে সম্মানিত করেছিল। তাঁর শান্ত ধৈর্য আত্মার প্রজ্ঞার সাক্ষ্য দিয়েছিল। আমরা যখন প্রজ্ঞার সাথে জীবনযাপন করি, তখন আমরা মিথ্যা কথা বলা বা অন্যায় কাজ করার প্রলোভন প্রতিরোধ করি। দায়ূদের মতো আমাদের কথা যেন সত্য, কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসায় পূর্ণ হয়। আর ভুল বোঝা হলেও, আমরা বিশ্বাস করি যে পবিত্র আত্মা আমাদের পক্ষে কথা বলেন।

৪. পবিত্র আত্মা গ্রহণের প্রজ্ঞা (প্রেরিত ১৯:১-৭)

"তোমরা যখন বিশ্বাস করিয়াছিলে, তখন কি পবিত্র আত্মা পাইয়াছিলে?" — প্রেরিত ১৯:২। প্রেরিত ১৯ অধ্যায়ে, পৌল ইফিষে এমন কিছু শিষ্যের সাথে দেখা করেন যা যোহনের বাপ্তিস্ম পেয়েছিল কিন্তু তখনও পবিত্র আত্মা পায়নি। পৌল যখন সম্পূর্ণ সুসমাচার ব্যাখ্যা করেন এবং তাদের ওপর হাত রাখেন, তখন তারা পবিত্র আত্মা লাভ করে এবং নানা ভাষায় কথা বলতে ও ভাববাণী বলতে শুরু করে। এই ঘটনাটি আমাদের শেখায় যে আত্মার পূর্ণতা ছাড়া প্রাজ্ঞ খ্রিস্টীয় জীবন

সম্পূর্ণ হয় না। বাপ্তিস্ম, বিশ্বাস এবং নৈতিক জীবন মৌলিক — কিন্তু খ্রিস্টীয় জীবনযাপনের শক্তি আসে অন্তরের পবিত্র আত্মা থেকে।

একটি পুরানো বাষ্পীয় ইঞ্জিন (স্টিম ইঞ্জিন) চলার জন্য কয়লা এবং আগুনের প্রয়োজন। এটি ছাড়া, এটি দেখতে প্রস্তুত মনে হতে পারে — কিন্তু এটি নড়বে না। একইভাবে, পবিত্র আত্মা ছাড়া একজন খ্রিস্টানের সঠিক রূপ থাকতে পারে, কিন্তু জ্বালানির অভাব থাকে। আমাদের নিজেদের শক্তিতে বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করা হয়নি; আমাদের আত্মার আগুন প্রয়োজন। আজ অনেকেই আংশিক বোঝাপড়ার মধ্যে বাস করছেন — খ্রিস্টে বিশ্বাস করেন কিন্তু আত্মার কাজ সম্পর্কে অসচেতন। পৌলের প্রশ্নটি আমাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হওয়া উচিত: "তোমরা কি পবিত্র আত্মা পাইয়াছিলে?" আমরা কি আত্মার নির্দেশনা, সংশোধন এবং ক্ষমতায়নের কাছে নিজেদের উন্মুক্ত করেছি? ঈশ্বরের আত্মায় প্রজ্ঞার সাথে জীবনযাপনের অর্থ হলো সক্রিয়ভাবে অন্বেষণ করা, গ্রহণ করা এবং বারবার আত্মায় পূর্ণ হওয়া — যাতে আমাদের জীবন শক্তিতে এবং ভালোবাসায় খ্রিস্টকে প্রতিফলিত করে।

উপসংহার

এই জগতে প্রজ্ঞার অর্থ প্রায়শই চাতুর্য, নিয়ন্ত্রণ এবং চতুরতা। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে প্রজ্ঞা হলো নম্র, প্রার্থনাময়, আত্মা-পরিচালিত এবং ফলপ্রসূ। এর অর্থ হলো আত্মনির্ভরশীলতা ত্যাগ করা, প্রশংসার সাথে পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া, পবিত্র আত্মার পূর্ণতা অন্বেষণ করা এবং ঈশ্বরের সময় ও শক্তির ওপর ভরসা করা। আত্মায় প্রজ্ঞার সাথে বেঁচে থাকার অর্থ হলো: অধ্যবসায়ের সাথে এবং প্রত্যাশা নিয়ে চাওয়া (লূক ১১), নিজেদের শক্তিতে নয়, ঈশ্বরের শক্তিতে ভরসা করা (সখরিয় ৪), পরীক্ষার মধ্যেও কৃতজ্ঞতার সাথে সাক্ষ্য দেওয়া (গীতসংহিতা ৩৫) এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ ও পরিচালিত হওয়া (প্রেরিত ১৯)। যে পৃথিবী আমাদের নিজেদের শক্তিতে এগিয়ে যেতে শেখায়, সেখানে আত্মা আমাদের ঈশ্বরের সাথে অপেক্ষা করতে, চলতে এবং কাজ করতে আমন্ত্রণ জানায়। যখন আমরা তা করব, আমরা তাঁর প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল হব, তাঁর ফল বহন করব এবং আমাদের চারপাশের বিশ্বকে আশীর্বাদ করব।

প্রার্থনা

দয়াময় পিতা, আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনি আমাদের নিজেদের শক্তিতে বেঁচে থাকার জন্য ছেড়ে দেননি, বরং আমাদের পরিচালনা, শক্তিশালী এবং রূপান্তরিত করার জন্য পবিত্র আত্মাকে উপহার দিয়েছেন। পরাক্রম দ্বারা নয়, শক্তি দ্বারা নয়, কিন্তু আপনার আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার সাথে বাঁচতে আমাদের শেখান। আমাদের অধ্যবসায়ী প্রার্থনার মানুষ করুন, যা আপনার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রশংসায় পূর্ণ। জাগতিক প্রজ্ঞা প্রতিরোধ করতে এবং আপনার রাজ্যের পথগুলোকে গ্রহণ করতে আমাদের সাহায্য করুন। পবিত্র আত্মা, আমাদের ওপর নতুন করে নেমে আসুন। আমাদের নতুনভাবে পূর্ণ করুন। আমাদের সমস্ত সত্যে পরিচালিত করুন। আমরা যেন এই ভাঙা পৃথিবীতে আপনার প্রজ্ঞার পাত্র, আপনার অনুগ্রহের মাধ্যম এবং আপনার প্রেমের সাক্ষ্য হতে পারি। আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে আমরা প্রার্থনা করি। আমেন।